বানতলা চর্মনগরীতে ৩ লাখ কর্মসংস্থান হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বানতলা : বৃহস্পতিবার হাওড়ায় প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বানতলা চর্মনগরীতে বিপুল বিনিয়োগ হতে চলেছে। এখন ৪০০টি ট্যানারি আছে। এরমধ্যে ২০০টি ট্যানারিতে কাজ শুরু হয়ে গেছে। গত ১ বছরে ৯২টি ট্যানারি লিজ দেওয়া হয়েছে। চর্ম শিল্পে ৫২টি ইউনিট আছে। আরো ৫০টি ইউনিট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে ৩০ হাজার কোটি টাকা এরমধ্যেই বিনিয়োগ হয়েছে। আরো ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে ৩ লাখেরও বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে।' এছাড়া ৬২ একর জায়গার ওপরে গড়ে উঠছে আন্তর্জাতিক মানের ফুটওয়ার পার্ক। যার ফলে শুধু বিদেশি বিনিয়োগ নয়, সেইসঙ্গে কয়েক হাজার বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এরইমধ্যে ১১৯টি জুতো তৈরির কোম্পানিকে কারখানা গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার জমি দিয়েছে। এ ব্যাপারে ট্যানারি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমেদ খান বলেন, 'এই ফুটওয়ার পার্কে দেশ-বিদেশ থেকে বড়ো চর্ম শিল্পপতি তথা জুতো তৈরির সংস্থারা বানতলায় বিনিয়োগ করতে আসছে। ২৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। এর পাশাপাশি বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার জুতো রফতানি হবে। সেইজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' বানতলায় কানপুর, চেন্নাই-সহ অনেক জায়গা থেকে নতুন লগ্নির ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী আগেই দিয়েছিলেন। সেই মতো বানতলায় ফুটওয়ার পার্কের জন্য ৬২ একর জমি বরাদ্দ থেকে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এবার কারখানা গড়ে তোলার জন্য ১১৯টি জুতো তৈরির সংস্থাকে জমি দিলে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার হাওড়ার এক প্রশাসনিক সভায় ভিনিত গ্লাভস, ক্রিসেন এক্সপোর্ট সিন্ডিকেট ও তুলসাইন ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমির শংসাপত্র তুলে দেন। এদিন বানতলা থেকে চর্ম শিল্পপতিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় হাজির হন ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমেদ খান ও শিল্পপতি রমেশকুমার জুনেজা। চর্ম শিল্পপতিদের মতে, ফিনিশড লেদার, গ্লাভস, বেল্ট, মানি ব্যাগ প্রভৃতি রফতানি করে আগে ভারতে যত বৈদেশিক মুদ্রা আসত, সেসব দিন-দিন লোকসানের খাতায় চলছে। একমাত্র এই দেশ থেকে সারা বিশ্বে জুতোর রফতানি বেড়েছে ও ভারতের জুতোর চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তাতে জুতোই চর্মশিল্পের একমাত্র ভবিতব্য। ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমেদ খান জানান, 'গোটা বিশ্বে জুতো রফতানিতে চিন প্রথম। আর ভারত দ্বিতীয়। বানতলায় ফুটওয়ার পার্ক গড়ে ওঠার পর আমরা কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম স্থানে পৌঁছে যাব।'

জেলে বসেই সকলের সঙ্গে কথা বলছি : হুঙ্কার নওশাদের

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ হেফাজত শেষে বৃহস্পতিবার ফের ভাঙড়ের বিধায়ক তথা ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট'র নেতা নওশাদ সিদ্দিকীকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিন আদালতে ঢোকার মুখে বিধায়কের হুমকি, 'জেলে বসেই সকলের সঙ্গেই কথা বলছি।' তাঁর এই কথা নিয়েই ফের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, 'প্রশাসনের কাছে আমার ফোন দেওয়া আছে। দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে। প্রশাসনের কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে আমার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চালু করুক।' এদিন, কেএলসি থানার ১২/২৩ নম্বর কেসে বিধায়ককে ফের ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে, এই থানার ১৩/২৩ নং কেসে বিধায়ককে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালতে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আইএসএফ নেত্রী আসমা বিবিকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হরিদেবপুরে বান্ধবীকে খুন, আত্মঘাতী ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : বুধবার গভীর রাতে হরিদেবপুর চাঁন্দির ভিলেজ রোডের এক বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে রবীন্দ্রকুমার চৌরাসিয়া (৪৪) নামে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর পাশেই পড়ে ছিল সাগুপ্তা পারভিন (২৫) নামে এক মহিলার দেহ। পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন পেশায় ইলেকট্রিক ঠিকাদার রবীন্দ্রকুমার। ফ্ল্যাট থেকে ১টি সুইসাইড নোটও পেয়েছে পুলিশ। সেখানে রবীন্দ্রকুমার লিখেছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী বান্ধবী সাগুপ্তা পারভিন। সে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গেছে, বেহালার আদর্শনগরে রবীন্দ্রকুমার স্ত্রী ও ২ সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। মৃতের বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। হরিদেবপুরের চাঁদের ভিলেজ এলাকায় ৩ বছর আগে তিনি ওই ফ্ল্যাট কেনেন। মাঝেমাঝে এসে থাকতেন। সেখানে মাঝেমাঝেই পারভিন এসে থাকত। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পরিচারিকা এসে দরজায় ধাক্কা দেন। সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। দেখা যায় ভেতরের ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে রবীন্দ্রকুমার। বিছানায় পারভিনের দেহ পড়ে ছিল। তাঁর গলায় ফাঁস লাগানোর দাগ ছিল।

হাওড়ায় বাড়ি তৈরির অনুমোদনের জন্য এবার অনলাইনের আর্জি

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : এতদিন বাড়ি তৈরির জন্য হাওড়া পুরনিগমের অনুমোদন পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার লম্বা লাইন পড়ে যেত। এবার থেকে সেই ছবি আর দেখা যাবে না। আবেদনপত্রের ফর্ম জমা দেওয়া থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়ার সব প্রক্রিয়া হবে অনলাইনে। বৃহস্পতিবার থেকেই হাওড়া পুরনিগমের এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার পুরপ্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান সুজয় চক্রবর্তী জানান, 'বাড়ি তৈরির নকশার অনুমোদনের কাগজপত্র আর পুরঅফিসে এসে জমা করতে হবে না। অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। এই ব্যবস্থা হওয়ায় আবেদনকারী বাড়িতে বসেই বাড়ি তৈরির অনুমোদন হাতে পাবেন। এতে মানুষের হয়রানিও অনেক কমবে।' আগে বাড়ি তৈরির অনুমোদন পেতে আবেদনের কাগজপত্র নিয়ে হাওড়া পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগে আধিকারিকদের কাছে ছুটে বেড়াতে হত। এতে একদিকে যেমন আবেদনকারী হয়রানির শিকার হতেন তেমনই বাড়ির অনুমোদন করিয়ে দেওয়ার নাম করে দালালচক্রও বাড়ছিল। অনেকবারই দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য নয় এমন বাড়ি অনুমোদন পেয়ে যাওয়ায় প্রচুর বেআইনি বহুতলের সংখ্যাও বাড়ছিল। অনলাইন ব্যবস্থায় এসব কিছু বন্ধ হবে বলে পুরকর্তৃপক্ষ আশা করছে। অনলাইন ব্যবস্থায় আইন বা নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো বাড়ি তৈরির আবেদন গ্রাহ্য হবে না। এরমধ্যেই এই অনলাইন ব্যবস্থায় হাওড়া পুরনিগমের মূল দফতর ও বরো অফিস থেকে মোট ৩০টি বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্তও আবেদনকারীকে অনেক নথিপত্রে নিয়ে পুরনিগমের দফতরে গিয়ে জমা দিতে হচ্ছিল। এখন থেকে পুরোটাই অনলাইন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। বাড়ি তৈরির নকশার জন্য পুরনিগমের ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে হবে। পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা আবেদনের নকশা খতিয়ে দেখার পরই অনলাইনেই বাড়ি তৈরির অনুমোদন মিলবে। নথিপত্র ঠিক থাকলে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে বাড়ি তৈরির অনুমোদন পাবেন।

অন্য রাজ্যে গিয়ে পাচারকারীদের খপ্পরে শ্রমিকরা

বিপুল ভট্টাচার্য, বর্ধমান : কাজের খাতিরে এই রাজ্যের শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে গেলে তাঁরা মাঝেমাঝেই পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ছেন। তাই এবার ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সচেতন করতে এগিয়ে এল স্পিড নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বৃহস্পতিবার ছিল বন্ডেড লেবার সিস্টেম অবলিগেশন অ্যাক্টের ৪৭তম বছর পূর্তি। ১৯৭৬ সালে এই আইন চালু হয়। বৃহস্পতিবার এই দিনটিকে স্মরণে রেখেই বর্ধমানের কার্জন গেটে শ্রমিকদের পাচার হওয়া ঠেকাতে উদ্যোগ নেয় ওই সংস্থা। সংস্থার সম্পাদক তাপস মাকড় জানান, তাঁরা ১৫ বছর ধরে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। ২ বর্ধমান ছাড়াও বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার জেলাতেও কাজ করছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় ১০০টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তাঁরা লক্ষ্য করেন শ্রমিকরা অন্য জেলা বা রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রায়সময়ই পাচারের খপ্পরে পড়ছেন। তাঁরা সেখানে নির্যাতিত হচ্ছেন। তাই এনিয়ে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১ এপ্রিল থেকে প্রচারাভিযান চালানো হবে। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে, কাকে ফোন করা যাবে, কোথায় জানানো যাবে সে ব্যাপারে শ্রমিকদের সচেতন করা হবে। তাপস মাকড় বলেন, 'পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে বিশেষ করে জরির কাজে অনেক শ্রমিক দিল্লি ও মহারাষ্ট্র সহ অন্য রাজ্যে পাড়ি দেন। যার মধ্যে পূর্বস্থলী থেকেই অনেক শ্রমিক যান। আবার কেরল সহ কয়েকটি জায়গায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেও শ্রমিকরা যান। এই জেলার যে ১০হাজার শ্রমিককে নিয়ে আমরা কাজ করছি তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে ১৩৮০ জন কেরল, ২০৫০জন দিল্লি, ৬৮৫জন উত্তর প্রদেশে, ১৬৩০জন মধ্য প্রদেশে, ১৩৮০জন পঞ্জাবে ও ২৮৭৫জন মুম্বাইয়ে যান। অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ড থেকে ১১৫০জন, বিহার থেকে ১০৫০জন, উত্তর প্রদেশ থেকে ১৩০০ ও রাজস্থান থেকে ১৫০০ জন পরিযায়ী শ্রমিক এই জেলায় স্পঞ্জ আয়রণ, বস্তার কাজ বা রাইস মিলে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসেন। এতদিন আমরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়েই কাজ করেছি। তবে পাচারের ঘটনা নজরে আসতেই এটাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ হবে। এব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন সহ শ্রম দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে কাজে নামতে চলেছি। আগামী বছরের মধ্যেই এব্যাপারে ১টি টোল ফ্রি নম্বরও চালু করা হবে।' এদিন কার্জন গেটের সামনে এই কর্মসূচিতে ছিলেন শ্রমদফতরের সহকারী কমিশনার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক, পুরসভার পুরপিতা ও সদর মহকুমাশাসক।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কাঁকিনাড়া সরগরম

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়া এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালে ১১ নং ওয়ার্ডে ঘোষপাড়া রোডের ওপর তৃণমূলের ওয়ার্ড অফিসের সামনে দলের যুব নেতা অমিতকুমার সাউকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে আরেক তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় র‍্যাফ-সহ ভাটপাড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তৃণমূলই রাস্তা অবরোধ করে। দীর্ঘক্ষণ ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করেন আক্রান্ত তৃণমূল যুবনেতা রঅনুগামীরা। এদিকে, আক্রান্ত অমিত সাউয়ের অভিযোগ, 'মন্নু সাউ ও তাঁর দলবল আচমকা তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। যারা আমাকে মারধর করেছে ওরা দুষ্কৃতী। ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করুক পুলিশ।' ঘটনাটি নিয়ে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, মন্নু সাউয়ের দাবি, 'বজরংবলী মন্দিরের প্রাচীর দেওয়ার কাজ চলছিল। তখন স্থানীয় কাউন্সিলর তরুণ সাউ, অমিত সাউরা দলবল নিয়ে এসে আমাদের চমকায় ও কাজে বাধা দেয়। তৃণমূল কাউন্সিলর গোপাল রাউত আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে ওদের অভিযোগ মিথ্যে। আসলে সাংসদ অর্জুন সিং তৃণমূলে ফিরে আসায় ওদের অসামাজিক কাজ চালাতে অসুবিধা হচ্ছে।'

কাজোরায় কয়লার লরির ধাক্কায় জখম

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : ইসিএল'র কাজোরা এরিয়ার জামবাদ, পরাশকোল আর খাসকাজোরা-সহ বেশ কয়েকটি কোলিয়ারির কয়লা বোঝাই ডিও-এর গাড়ি যাতায়াত করে কাজোরা বাজার দিয়ে। বুধবার রাতে এমনই ১টি লরির ধাক্কায় কাজোরা বাজারে ১ ব্যক্তি জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগে এসব লরির যাতায়াতের নির্দিষ্ট সময় ছিল না। পরে গ্রামবাসীদের দাবি মেনে রাত ৯টার পর ওইসব লরি যাতায়াত করে। এদিন লরির ধাক্কায় মনসুর শেখ নামে ওই ব্যক্তি জখম হওয়ার খবর চাউর হতেই বিক্ষুব্ধ স্থানীয়রা ওই লরি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। মনসুরের চিকিৎসার খরচ ও বাজার এলাকা দিয়ে কয়লার ডিও লরি যাতায়াত বন্ধ করার দাবি ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে ওসি শান্তনু অধিকারীর মধ্যস্থতায় বিক্ষোভ ওঠে। ঘাতক লরি সহ ড্রাইভারকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাজোরার বাসিন্দা তথা তৃণমূলের অণ্ডাল ব্লক সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী জানান, 'ওই ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা ও কাজোড়া বাজার এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছি।' অন্যদিকে সিপিআই(এম) দলের নেতা তুফান মণ্ডল বলেন, 'কাজোরা এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা হতাশাজনক।'

টিবি রোগীর খাবারের দায়িত্ব নিলেন ডাক্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর : বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে এক টিবি রোগীর খাবার দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন এক ডাক্তার। বৃহস্পতিবার হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীমান বাউর ওই টিবি রোগীর হাতে ১ মাসের চাল, ডাল, ডিম, সয়াবিন, তেল সহ নানা জিনিস তুলে দেন। এপ্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার ডাঃ ধীরাজ রায় বলেন, 'একটা টিবি আক্রান্ত রোগীর অনেক সময় আর্থ সামাজিক অবস্থা ভালো থাকে না। ভালো খাবার কেনার সামর্থ্য থাকে না। শুধু ওষুধ নয় রোগীর পুষ্টিরও দরকার আছে। তাই ওই ডাক্তার টিবি রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর খাবার দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।'

অনিয়ম ঠেকানোর জন্য জেলাশাসক বদলি

সুমনকুমার দাস, খড়্গপুর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরের মুখে বদলি করা হল পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক আয়েষা রানিকে। বুধবার বিকেলে জেলাশাসক কার্যালয়ে এই নির্দেশ এসে পৌঁছোয়। এদিকে, জেলাশাসকের বদলি নিয়ে কটাক্ষ করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। দলের জেলা সহসভাপতি অরূপ দাসের অভিযোগ, 'তৃণমূলের শীর্ষ মহলে টাকা পাঠাননি বলেই ওই জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের একাধিক বেআইনি বালি খাদানে অভিযান চালানো, মোহনপুর সেতুর ওপর ভারী যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সহ নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে আয়েষা রানি সক্রিয় ছিলেন। ওঁর সক্রিয়তার জন্য জেলার তৃণমূল নেতা ও পুলিশের একাংশের অসুবিধা হচ্ছিল। ঠিকমতো কাটমানি মিলছিল না। তাই মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই তাঁকে বদলি করে দেওয়া হল।' প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের নতুন জেলাশাসক হলেন খুরশিদ আলি কাদেরী। তিনি দার্জিলিঙের অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন। আয়েষা রানি ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক ছিলেন। পরে দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে মেদিনীপুরে পাঠানো হয়। এবার তাঁকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের স্পেশাল সেক্রেটারি করা হচ্ছে। আয়েষা রানি জেলায় শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার কমাতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর সময় জেলার একাধিক বড়ো সরকারি হাসপাতালে মাদার্স হাট তৈরি হয়। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আয়েষা রানির বদলি রুটিন বদল। অন্যদিকে, জেলা বিজেপির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে দলের কোনো ভূমিকা থাকে না। এটা সরকারের ব্যাপার। বিজেপি নেতাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও মিলবে উডবার্নের মতো বেসরকারি কেবিন পরিষেবা

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : এবার এসএসকেএমের উডবার্নের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও মিলবে প্রাইভেট কেবিন পরিষেবা। ২টি ফ্লোরে থাকছে মোট ২৬টি কেবিন। কেবিনগুলিতে থাকছে অত্যাধুনিক পরিষেবা। যা ১ মার্চ থেকে চালু হতে পারে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রাজ্যের দ্বিতীয় প্রাইভেট কেবিন পরিষেবা চালু হচ্ছে। ফলে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের মতো ঝাঁ চকচকে পরিবেশের মধ্যে রোগীরা থাকতে পারবেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকের ৯ ও ১০ তলায় এই প্রাইভেট কেবিন পরিষেবা চালু হচ্ছে। প্রতিটি ফ্লোরে ১৩টি করে মোট ২৬টি কেবিন থাকবে। ৬টি কেবিন বরাদ্দ থাকছে হাসপাতালের ডাক্তার, কর্মচারি ও পড়ুয়াদের জন্য। জানা গেছে, প্রতি কেবিনে আলাদা অক্সিজেন সেট আপ রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখার জন্য কার্ডিয়াক মনিটর ছাড়াও টেলিভিশন সেট, সোফা, অ্যাটাচড বাথরুম থাকবে। রাখা যাবে অ্যাটেনডান্ট। মোট ৩ ধরনের কেবিন থাকছে। সিঙ্গল অকুপেন্সি বা ১ জন রোগীর কেবিনের প্রতিদিনের ভাড়া পড়বে আড়াই হাজার টাকা। ডবল অকুপেন্সি বা ২ জন রোগীর কেবিনের জন্য প্রতিদিন ২ হাজার টাকা করে দিতে হবে। আর ট্রিপল অকুপেন্সি অর্থাৎ ৩ জন রোগীর থাকার মতো কেবিনের ভাড়া ধরা হয়েছে দেড় হাজার টাকা করে। কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগীদের খাবারের দামও এই টাকার মধ্যেই ধরা রয়েছে। তবে রোগীরা চাইলে হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে নিজেরা খাবার আনিয়ে খেতে পারবেন। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, এখানে স্বাস্থ্যসাথী বা বেসরকারি কোনো বিমার ক্ষেত্রে নগদ বিহীন সুবিধা পাওয়া যাবে না। তবে চিকিৎসার পর কেউ খরচের টাকা পাওয়ার জন্য রি-ইমবার্সমেন্টের আবেদন করতে পারেন।

e-TENDER NOTICE

e-Tender by Principal, Vijaygarh J. R. College, Kol-32 for different IT products vide Ref. No. VJRC/Procurement/2022-23/01 Dt. 06-02-2023. Details in www.vjaygarhjrcollege.com. Bid submission (online) closing date 18.02.2023 upto 5 p.m.

Sd/-Principal, VJRC

E-N.I.T

1. Tender no's 26/15th F.C (Tied) / Ecart / (22-23), Memo No.-119/SGP/2023, Dt. 08/02/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_469829_1 has been invited. Contact the office of the u/s and visit www.wbtenders.gov.in for details. Last Date of application is 16/02/2023 up to 2-00 P.M.

Sd/-
Prodhan
Sarisha Gram Panchayat

BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN, BARUIPUR
SOUTH 24 PARGANAS

Tender Notice

E-Tenders are invited by Executive Officer, BaruipurPanchayatSamity through the Tender no. 25/BPS/78-E17/22-23. Memo no. 78/BPS, Dated 09.02.2023. Last date of tender submission is 23.02.2023 up to 4.00 P.M. Details information will be available www.wbtenders.gov.in or office notice board or engineering section of this office.

Sd/-
Executive Officer
Baruipur Panchayat Samity
South 24 Parganas

OFFICE OF THE JAHANNAGAR G.P.
Vill.-JAHANNAGAR, P.O--JAHANNAGAR, NADANGHAT, DIST.- PURBA BARDHAMAN

Online tender are invited from the all benefited agencies for execution of following works under JAHANNAGAR G.P. area. 1. Memo no. 175/JGP/NIT/CFC / 2022-23 Dated: 08/02/2023, Tender no. 175/JGP/NIT/CFC/2022-23, Scheme name:- 1)Construction of Community toilet near Durga Mandir at Jahannagar under jahannagar Gram Panchayat Activity No 58631015. 2)Construction of Community toilet near Durga Mandir at Jahannagar under jahannagar Gram Panchayat Activity No 58631798. Fund 15 CFC 2022-23. Closing date and time of Bid Submission, 15/02/2023 up to 1.00 P.M.. Please see details at www.wbtenders.gov.in

SD/- Prodhan JAHANNAGAR G.P.

ABRIDGED TENDER NOTICE

N.I.T. No. - WBPMID/CHAIPAT/PRADHAN/NIT-11/2022-23
Dated- 08/02/2023

The Pradhan, Chaipat Gram Panchayat invites e-Tender for the 06 Nos Construction of Cement Concrete Road, work under 15th CFC Fund 2022-23. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at http://www.wbtenders.gov.in on and from 09/02/2023 (Thursday) at 10.00 A.M. to 16/02/2023 (Thursday) at 06.00 P.M.

Sd/-Pradhan
Chaipat Gram Panchayat,
Chaipat, Paschim Medinipur

ব্যাংক অফ বরোদা Bank of Baroda
অমরকুণ্ডু শাখা
গ্রাম ও পো : অমরকুণ্ডু, থানা : নবগ্রাম, পঃ, পিন - ৭৪২১৬৬, ফোন : ৮৩৭৬০৬০০৫৮
ই-মেল : amarku@bankofbaroda.com
নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, যাঁরা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁরা সময় সূচী মেনে টাকা পরিশোধ করতে না পারায় খেলাপী হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিগুলি না পৌঁছে ব্যাঙ্কে ফেরত এসেছে। এই পরিস্থিতিতে, তাঁদের দায় পরিশোধ করতে এবং বন্ধক রাখা সম্পদগুলো ১৪.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে খালাস করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ১৫.০৩.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টায় ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গনে ঋণগ্রহণকারীর খরচে নিলামে বিক্রি করতে বাধ্য হবে অথবা এরপর অন্যকোনো তারিখে নিলাম সংঘটিত হলে তা আর কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি না করে ব্যাঙ্ক পরম বিচক্ষনতার সঙ্গে সম্পন্ন করবে।

ক্রম নং	ঋণের তারিখ	ঋণ নং	ঋণগ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা
১.	[illegible]	[illegible]	কিসমত হোসেন, পিতা : মরহুম ওয়াজির হোসেন, গ্রাম : আন্দ্রা, পো : অমরকুণ্ডু, জেলা : মুর্শিদাবাদ - [illegible]
২.	[illegible]	[illegible]	কিসমত হোসেন, পিতা : মরহুম ওয়াজির হোসেন, গ্রাম : আন্দ্রা, পো : অমরকুণ্ডু, জেলা : মুর্শিদাবাদ - [illegible]

তারিখ: ০৭.০২.২০২৩ শাখা প্রবন্ধক

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড
CIN : L45202WB1961PLC025181
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪ ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪৪৫৯ ১২১২
ইমেল : mbe.corp@mbecl.co.in, ওয়েবসাইট : www.mcnallybharat.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নলিখিত শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য কোম্পানিকে অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ, শেয়ারহোল্ডার আসল শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছেন / অবস্থাপন করেছেন। নিম্নোক্ত শেয়ারহোল্ডারকে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য যেকোনো ব্যক্তির কোনো দাবি বা প্রতিনিধিত্ব থাকলে তাকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ধরে নেওয়া হবে যে, তাদের কোনো দাবি বা আপত্তি নেই এবং কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট সেবি সার্কুলার নং- সেবি/এইচও/এমআইআরএসডি/এমআইআরএসডি_আরটিএএমবি/পি/সিআইআর/২০২২/৮ তাং ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ অনুসারে প্রয়োজনীয় ফর্মালিটিস শেষ করার পর শেয়ারহোল্ডার/সঠিক মালিককে 'লেটার অফ কনফার্মেশন' দেওয়া হবে।

শেয়ারহোল্ডারের নাম	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	ডিসটিঙ্কটিভ নং থেকে	ডিসটিঙ্কটিভ নং প্রতি	প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা করে
তারা বিহানি	০২০২৪০	১০৬৩২৩	২০৮৪৩৫৬	২০৮৪৪০৫	৫০

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রানী রায়
কোম্পানী সচিব

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডানকুনি/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৩/০৬, তাং ০৬.০২.২০২৩।
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডিকে এই নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারকদের থেকে বৈদ্যুতিন দরপত্র আহ্বান করছে। ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির কাঁচামাল সরবরাহের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি আহ্বান করা হচ্ছে। ...
PR6/378
আমাদের লাইক করুন www.facebook.com/clwrailways

জৈন বাণিজ্য উদ্যোগ লিমিটেড
CIN : L51909WB1984PLC038212
১৮ ক্রিস্টোফার রোড, ফ্ল্যাট-১, বি-৫, বৃন্দাবন গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(০০০ টাকায়)